যায়যায়দিন

তারিখ 14 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

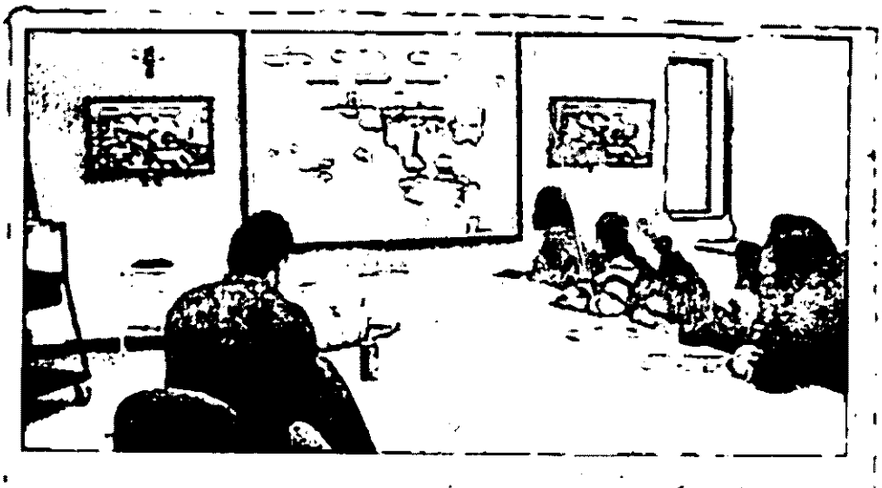

দেশের প্রথম ভার্চুয়াল ক্লাসরুম

মো. বশিরুল ইসলাম

সম্পূর্ণ ডিজিটাল হচ্ছে রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। সে লক্ষ্যে বিশ্বের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লেকচার ও গবেষণার কাজ সরাসরি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি স্পেশাল গ্লোবাল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তত্ত্বাবধানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রজেক্ট হিসেবে বাংলাদেশ রিসার্চ এডুকেশন নেটওয়ার্কের আওতায় দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি করেছে প্রথম ভার্চুয়াল ক্লাসরুম। এর মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো জায়গা থেকে যেকোনো শিক্ষক এখানকার ছাত্রদের ক্লাস নিতে পারবে। দেশীয় উচ্চতায় কৃষি গবেষণাকে সমন্বিত করার প্রয়াসে দেশের সকল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিসসমূহ নিয়ে একটি ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরি করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে সকল শ্রেণীকক্ষে অডিও ভিজুয়াল সিস্টেমের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইন্টারনেট সুবিধাকে সহজলভ্য করার জন্য ছাত্রদের ওয়াই-ফাই সুবিধা দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে শেকৃবি উপাচার্য প্রফেসর মো. শাদাত উল্লাহ বলেন, বর্তমান সরকারের ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২১ গড়াইর লক্ষ্যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ ডিজিটাল করতে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অর্থায়নে দেশের প্রথম ভার্চুয়াল ক্লাস রুম তৈরি করেছি যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উন্নত বিশ্ববিদ্যালয় পাঠদান শ্রেণীকক্ষে বসে দেখতে ও শিখতে পাবে। যদি ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রেসপনস করে তাহলে শিক্ষার্থীরা যোগাযোগও করতে পারবে। তবে দেশের মধ্যে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নেটওয়ার্ক না থাকার কারণে দেশের মধ্যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আপাতত যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে মোট ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তত্ত্বাবধানে ওয়ার্ল্ড. ব্যাংকের প্রজেক্ট হিসেবে ভার্চুয়াল ক্লাসরুম হওয়ার কথা রয়েছে। যার মধ্যে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম এই ক্লাসরুম তৈরি করা হয়েছে। ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে এ কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। আশা করি অতিশিগগিরই প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং ইউজিসি চেয়ারম্যান মাধ্যমে এই ক্লাসরুম উদ্বোধন করা হবে। তাছাড়া বর্তমানে ডিজিটাল আর্কাইভের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত কৃষি সম্পর্কিত গবেষণায় ফলাফল, থিসিস ও জার্নাল ডিজিটালাইজ করে অনলাইনে প্রাপ্তি নিশ্চিত করার কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। যার HEQEP অর্থায়নে প্রফেসর ড. মো. সেকেন্দার আলীর নেতৃত্বে এই কাজ চলছে। এ আর্কাইভে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাস্টার্স ও পিএইচডির থিসিস পেপার পাওয়া যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গ্লোবাল নেটওয়ার্কের আওতায় শিক্ষাগ্রহণ সব শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে না। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স ও পিএইচডি শিক্ষার্থীদের জন্য. এই সুযোগ রয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার কাজ ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। এর মাধ্যমে বিশ্বেও যেকোনো জায়গা থেকে যেকোনো শিক্ষক এখানকার শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিতে পারবেন। অপরদিকে এখানকার শিক্ষকরা বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দিতে পারবেন।

ভার্চুয়াল ক্লাসরুমটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। এটি সংক্ষেপে 'ভিসি' নামে পরিচিত। রুমের একপাশের দেয়ালে দুটি বড় ডিসপ্লে রয়েছে। যার একটাকে ফারেমভিউ এবং অন্যটিকে অডিয়েন্স ভিউ বলা হয়। এই দুই ডিসপ্লের মধ্যে আরেকটি ইন্টার একটিভ হোয়াইটবোর্ড রয়েছে। এটিও একটা ডিজিটাল মনিটর। এই মনিটরটি সরাসরি ল্যাপটপের সাথে সংযুক্ত থাকে। ল্যাপটপ দ্বারা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অপরদিকে এই মনিটরটি টাচস্ক্রিন যার মাধ্যমে ল্যাপটপকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। লেকচার বোর্ডে দুটি মনিটর রয়েছে এই বোর্ডে যিনি লেকচার দিবেন তার দেখার সুবিধার্থে। রুমে মোট দুটি ক্যামেরা ও তিনটি প্রজেক্টর রয়েছে। একটি ডকুমেন্ট ক্যামেরা রয়েছে যেটা দ্বারা কাগজে লেখা যেকোনো কিছু মনিটরে উপস্থাপন করা যাবে। রুমের সকল সিস্টেমই রিমোট দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হবে। একজন অতিরিক্ত অপারেটর দ্বারা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করা হবে। রুমের মধ্যে মোট ৪২টি আসন রয়েছে। সম্পূর্ণ রুমটাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

প্রফেসর শাদাত উল্লা আরো জানান, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান অধিকতর বিজ্ঞানভিত্তিক এবং সহজতর করার জন্য সকল প্রফেসরদের তথ্যটি করে ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শ্রেণীকক্ষে সাউন্ড সিস্টেম এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা সাইবার সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনে ওয়াই-ফাই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সকলে ফ্রি ইন্টারনেট সুবিধা পাচ্ছে। অচিরেই হলগুলোতে ফ্রি ইন্টারনেট সেবা পাওয়া যাবে।